দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29 JUN 1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

নিজস্ব ভবন নেই, হাসপাতাল নেই, শিক্ষকও খন্ডকালীন

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের নামে চলছে রমরমা ব্যবসা

শরীফ আলমাজী ঃ আটটি পুরাতন এবং পাঁচটি নতুন সরকারী মেডিক্যাল কলেজ থাকার পরেও দেশে জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসকের হার অত্যন্ত কম। চিকিৎসকের এই চাহিদাকে পুঁজি করে এক শ্রেণীর ব্যক্তি চিকিৎসক তৈরির নামে শুরু করেছে রমরমা ব্যবসা। কিন্ডারগার্টেন ও কোচিং সেন্টারের মত রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ। এসব মেডিক্যাল কলেজের অধিকাংশের মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েশন নেই, নেই বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের স্বীকৃতি।

একটি বিল্ডিং ভাড়া করে, সাইনবোর্ড লাগিয়ে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছেপে যে যার মতো শুরু করছে মেডিক্যাল কলেজ। এসব মেডিক্যাল কলেজের অধিকাংশের নিজস্ব ভবন নেই। নেই হাসপাতাল। দু'একটি কলেজের যাও হাসপাতাল আছে তাও শুধু নামমাত্র। যা চিকিৎসক তৈরির জন্য কোনভাবেই যথেষ্ট নয়। তার উপর রয়েছে শিক্ষকের অভাব। অবসরপ্রাপ্ত এবং বয়সের ভারে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের নামে চলছে রমরমা ব্যবসা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ন্যুজ কিছু শিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছে এ সকল মেডিক্যাল কলেজ। প্রায় সকল শিক্ষকই এখানে খন্ডকালীন চাকরি করেন।

হাসপাতাল না থাকার কারণে অথবা নামমাত্র হাসপাতালের কারণে নোট বই পড়ে চিকিৎসক হবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে এসব মেডিক্যাল কলেজে। ফলে গায়ের জোরে যেসব চিকিৎসক এখান থেকে বের হবে তারা হবেন নোট বই পড়া এবং রোগ ও রোগীর সাথে সম্পর্কহীন। ফলে চিকিৎসকের মান কমে যাবে আশংকাজনকভাবে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক বছরে সারাদেশে প্রায় এক ডজন বেসরকারী মেডিক্যাল কালেজ স্থাপিত হয়েছে। এসব মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ, ইনস্টিটিউট অব এ্যাপ্লাইড হেলথ সায়েন্স, বাজিতপুর মেডিক্যাল কলেজ, সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজ উত্তরা মহিলা মেডিক্যাল কলেজ, শিকদার মেডিক্যাল কলেজ, ফেনী মেডিক্যাল কলেজ, উম্মাহ মেডিক্যাল কলেজ ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ। এছাড়া খুলনা ও বগুড়ায় বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করা হচ্ছে।

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এ সকল মেডিক্যাল কলেজের একটিও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী এফিলিয়েশন অর্জন করেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে, মাত্র তিনটি মেডিক্যাল কলেজকে তারা শর্তসাপেক্ষে সাময়িক এফিলিয়েশন দিয়েছে। এই তিনটি হচ্ছে, বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ, শিকদার মেডিক্যাল কলেজ এবং বাজিতপুর মেডিক্যাল কলেজ। উত্তরা মহিলা মেডিক্যাল কলেজকে শুধু মাত্র শর্তসাপেক্ষে প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

কোন প্রকার শর্ত পূরণ ছাড়া উত্তরা মহিলা মেডিক্যাল কলেজকে কেন প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হলো এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডীন প্রফেসর এম এ হাদী দিতে পারেননি। তিনি জানান, ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মানবিক কারণে প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এই একই সুযোগ অন্য সব বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ দাবী করবে এবং অনিয়মের মধ্য দিয়ে হাতুড়ে চিকিৎসক তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে কিনা-এই প্রশ্নের কোন জবাব তিনি দেননি। মেডিক্যাল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, উত্তরা মহিলা মেডিক্যাল কলেজের স্বীকৃতি অনেক কষ্টে রহিত করেছি। তিনি তার নাম প্রকাশে অস্বীকৃতি জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজকে তারা শর্তসাপেক্ষে সাময়িক স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু সে সব শর্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ এখনো পূরণ করেনি। সূত্র জানায়, পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রীর জন্য ২৫০ বেডের হাসপাতাল থাকতে হবে। অথচ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ এ বছর হাসপাতালের বেড না বাড়িয়েই ইচ্ছামাফিক ছাত্র ভর্তি করেছে। সূত্র জানায়, চলতি বছর বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ একশত ছাত্র ভর্তি করেছে। কলেজের হাসপাতালে কোনভাবেই একশত ছাত্রের ক্লিনিক্যাল ক্লাস হতে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিকদার মেডিক্যাল কলেজ এখনো হাসপাতাল চালু করেনি। হাসপাতাল তৈরি করতে এখনো তাদের এক বছর সময় লেগে যাবে। অথচ চলতি বছর সেপ্টেম্বরে প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষার পরেই এ কলেজের ছাত্রীরা ক্লিনিক্যাল ক্লাস করা শুরু করবে। প্রচুর অর্থ খরচ করে এই কলেজটি করা হয়েছে সত্য, তবে এই কলেজের শিক্ষকরা সবাই খন্ডকালীন। কোন নিয়মিত শিক্ষক নেই এই কলেজে।

এছাড়া বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের এক শ্রেণীর উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েশন এড়ানোর জন্যে নিজদের প্রতিষ্ঠানকে কিছু কাল্পনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বলে দাবী করছে। এর মধ্যে অন্যতম উম্মাহ মেডিক্যাল কলেজ। চিড়িয়াখানা সংলগ্ন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের একটি বিল্ডিং কিনে চালু করা হয়েছে এই মেডিক্যাল কলেজ। এই কলেজের একাডেমিক ডাইরেক্টর প্রফেসর এম আই চৌধুরী জানান, দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকালটির অধীনে এ কলেজ। সুতরাং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির দরকার নেই। এমনকি বিএম-এন্ডডিসি'র স্বীকৃতিরও তাদের প্রয়োজন নেই।

ফেনী মেডিক্যাল কলেজের অবস্থা একই। সামনে প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েশন নেই। সুতরাং পরীক্ষা দেয়ার প্রশ্নে ছাত্রছাত্রীরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের নিয়ম নীতি লংঘন করে গড়ে ওঠা এই সকল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সময় ছাত্র প্রতি এককালীন দুই থেকে তিন লাখ টাকা নেয়া হয়ে থাকে। তার উপর রয়েছে মোটা অংকের বেতন।

বেসরকারী খাতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এই নীতিমালায় বলা হয়েছে, কোন উদ্যোক্তা সরকারী অনুমোদন পাওয়ার পূর্বে মেডিক্যাল শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারবে না। কোন ভাড়াটিয়া বাড়িতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা নিষিদ্ধ। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে একটি হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে। ৫০ জন ছাত্রের জন্য কমপক্ষে ২৫০ বেডের হাসপাতাল নির্মাণ করা বাধ্যতামূলক। কলেজ শুরুর দুই বছরের মধ্যে অবশ্যই হাসপাতাল শুরু করতে হবে। শিক্ষক, উপকরণ, লাইব্রেরী, ছাত্রছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক নিয়োগ থাকতে হবে। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী না পাওয়া পর্যন্ত বিদেশী কোন ছাত্রছাত্রী ভর্তির কোন সুযোগ থাকবে না। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজকে অবশ্যই বিএমএন্ডডিসির স্বীকৃত এর্বং নিবন্ধীকৃত হতে হবে।

কিন্তু এই সব নীতিমালা কাগজেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। কোন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজই এ সকল নীতিমালা মেনে চলছে না। অথচ নীতিমালা পালিত না হলে সরকার যে কোন সময় বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তার পরেও এ সকল তথাকথিত মেডিক্যাল কলেজের লাগাম টেনে ধরার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন-এর মহাসচিব ডাঃ কাজী শহীদুল আলম বলেন, এ সকল অনিয়মের জন্য বিএম-এন্ডডিসি দায়ী। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে বিএম-এর পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগও করা হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

মহাসচিব জানান, বেসরকারী পর্যায়ে যখন কোন মেডিক্যাল কলেজ শুরু হয় তখনই বিএমএন্ডডিসির উচিত তা পরিদর্শন করা এবং এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া।